ব্যভিচারং মুনির্জ্ঞাত্বা পত্ন্যাঃ প্রকুপিতোঽব্রবীৎ। ঘ্নতৈনাং পুত্রকাঃ পাপামিত্যুক্তাস্তে ন চক্রিরে ॥৪
রামঃ সঞ্চোদিতঃ পিত্রা ভ্রাতৃমাত্রা সহাবধীৎ। প্রভাবজ্ঞো মুনেঃ সম্যক্ সমাধেস্তপসশ্চসঃ ॥
বরেণচ্ছন্দয়ামাস প্রীতঃ সত্যবতীসুতঃ। বব্রে হতানাং রামোঽপি জীবিতঞ্চাস্মৃতিং বধে ॥ ৫ ॥
উত্তস্থুস্তে কুশলিনো নিদ্রাপায় ইবাঞ্জসা। পিতুর্ব্বিদ্বাং স্তপোবীর্য্যং রামশ্চক্রে সুহৃদ্বধং ॥ ৬ ॥
যেঽর্জ্জুনস্য সুতা রাজন্ স্মরন্তঃ স্বপিতুর্ব্বধং। রামবীর্য্যপরাভূতা লেভিরে শর্ম্ম ন ক্বচিৎ ॥

শ্রীধরস্বামী।

ব্যভিচারং মানসং জ্ঞাত্বা ॥ ৪ ॥

আজ্ঞাভিলঙ্ঘনাৎ ভ্রাতৃণাং মাতুশ্চ বধে সঞ্চোদিতঃ সন্ মুনের্যঃ সমাধিস্তপশ্চ তয়োঃ প্রভাবজ্ঞঃ যদি নহন্যাং তর্হি মামপি শপ্তুং সমর্থঃ। যদিতু হন্যাং তর্হি ময়ি সন্তুষ্টঃ সন্ তানপি জীবয়িতুং সমর্থ ইতি জানন্নিত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

নন্বু অতি নিন্দিতং কর্ম্ম কথং কৃতবান্ তত্রাহ পিতুর্ব্বিদ্বাংসমিতি পূর্ব্বোক্ত এবাভিপ্রায়ঃ ॥ ৬ ॥

সর্ব্ব ক্ষত্রিয়বধে কারণং বক্তুমাহ যেঽর্জ্জুনস্য সুতা ইত্যাদিনা ॥ ৭ ॥

শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী।

হোম বেলায়াঃ প্রাগেব জলমানেষ্যামীতি তস্যা বচনস্য ব্যভিচারং জ্ঞাত্বা স্বনিষ্ঠা কর্ম্মাসিদ্ধ্যাচ প্রকর্ষেণ কুপিতঃ হে পুত্রকাঃ। এনাং ঘ্নতেত্যুক্তাস্তে পুত্রা ন চক্রিরে তস্যা হননমিতি শেষঃ ॥ ৪ ॥

আজ্ঞা লঙ্ঘনাৎ ভ্রাতৃণাং মাতুশ্চ বধে নিযুক্তোঽবধীৎ। নন্বেবমাজ্ঞাপালন মপি জুগুপ্সিতং তত্রাহ। প্রভাবজ্ঞঃ অস্য বধস্যোদর্কে এবন্তবিষ্যতীতি সর্ব্বজ্ঞত্বেন জানন্নিত্যর্থঃ ॥

বরেণেতি বরং বৃণিষ্বেত্যুক্তবানিত্যর্থঃ। বব্রে ইতি মৃতা ইমে জীবন্তু মৎকর্ত্তৃকং বধঞ্চ নস্মরন্ত্বিত্যহং বৃণে ইত্যুক্তবান্ ॥ ৫। ৬ ॥

নিরপরাধায়াঃ পতিব্রতাশিরোমণেঃ রেণুকায়া বধমাদিষ্টবতো যমদগ্নেরপি বধরূপং তদপরাধ ফলং দর্শয়ন্নাহ। যোঽর্জ্জুনস্যেতি ॥ ৭ ॥

এ দিকে পত্নীর ব্যভিচার জ্ঞাত হওয়াতে মুনির অতিশয় ক্রোধ হইয়াছিল, তাহাতে তিনি কম্পিত কলেবর হইয়া পুত্রদিগকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, অরে পুত্রসকল! এখনি এই পাপিয়সীকে বধ করিয়া ফেল। অন্যান্য পুত্রেরা স্পষ্ট রূপে আদিষ্ট হইয়াও তাহা করিল না ॥ ৪ ॥

কিন্তু পরশুরাম পিতার সমাধি ও তপস্যার প্রভাব অবগত ছিলেন, আজ্ঞালঙ্ঘনকারি ভ্রাতৃগণের ও মাতার বধার্থ আদেশিত হইয়া বিবেচনা করিলেন, যদি পিতার নিয়োগে ইহাদিগকে বিনষ্ট না করি পিতা ক্রুদ্ধ হইয়া আমাকেও অভিশাপ দিতে পারেন, আর আজ্ঞা পালন পূর্ব্বক ইহাদিগকে বধ করিলে আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া ইনি পুনরায় ইহাদের জীবন দান করিলেও করিতে পারিবেন। অতএব পিতা প্রেরণ করিবামাত্র পরশুরাম মাতৃসহ ভ্রাতৃগণের প্রাণ সংহার করিলেন। এই ব্যাপারে সত্যবতী তনয় জমদগ্নি মুনির সাতিশয় প্রীতি জন্মিল। তিনি প্রীত হইয়া পরশুরামকে যথা ইচ্ছা বর গ্রহণ করিতে বলিলেন। তাহাতে জামদগ্ন্য রাম এই বর চাহিলেন হত ব্যক্তিগণ পুনর্জীবিত হয় এবং ইহাদের ঐ বধ যেন স্মরণ পথে উদিত না হয় ॥ ৫ ॥

হে রাজন্! জমদগ্নি মুনি তথাস্তু বলিয়া বর দিবামাত্র সেই সকল হত ব্যক্তি কুশল যুক্ত হইয়া নিদ্রাপগমে যেমন গাত্রোত্থান করে তাহার ন্যায় তৎক্ষণাৎ উত্থিত হইল। মহারাজ! পরশুরাম এরূপ নিন্দিত কর্ম্ম কেন করিয়াছিলেন এমত আশঙ্কা করিবেন না, তিনি পিতার তপোবীর্য্য বিশেষ রূপে পরিজ্ঞাত ছিলেন, তাহাতেই সুহৃদ্বধ করেন ॥ ৬ ॥

হে রাজন্! কার্ত্তবীর্য্য অর্জ্জুনের যে সকল পুত্র ছিল তাহারা পরশুরামের বীর্য্যে পরাভূত হইয়া

একদাশ্রমতো রামে সভ্রাতরি বনং গতে। বৈরং সিষাধয়িষবো লব্ধচ্ছিদ্রা উপাগমন্ ॥ ৭ ॥
দৃষ্ট্বাগ্ন্যাগার আসীনমাবেশিতধিয়ং মুনিং। ভগবত্যুত্তমঃশ্লোকে জঘ্নুস্তে পাপনিশ্চয়াঃ ॥
যাচ্যমানাঃ কৃপণয়া রামমাত্রাতিদারুণাঃ। প্রসহ্য শির উৎকৃত্য নিন্যুস্তে ক্ষত্রবন্ধবঃ ॥
রেণুকা দুঃখশোকার্ত্তা নিঘ্নন্ত্যাত্মানমাত্মনা। রাম রামেতি তাতেতি বিচুক্রোশোচ্চকৈঃ সতী ॥
তদুপশ্রুত্য দূরস্থা হারামেত্যার্ত্তবৎ স্বনং। ত্বরয়া শ্রমমাসাদ্য দদৃশুঃ পিতরং হতং ॥ ৮ ॥
তে দুঃখরোষামর্ষার্ত্তিশোকবেগবিমোহিতাঃ। হা তাত সাধো ধর্ম্মিষ্ঠ ত্যক্ত্বাস্মান্ স্বর্গতো ভবান্ ॥
বিলপ্যৈবং পিতুর্দ্দেহং নিধায় ভ্রাতৃষু স্বয়ং। প্রগৃহ্য পরশুং রামঃ ক্ষত্রান্তায় মনোদধে ॥ ৯ ॥
গত্বা মাহিষ্মতীং রামো ব্রহ্মঘ্নবিহতশ্রিয়ং। তেষাং সশীর্ষভী রাজন্ মধ্যে চক্রে মহাগিরিং ॥ ১০ ॥

শ্রীধরস্বামী।

ভগবত্যাবেশিতা ধীর্যেন তং ॥ ৮ ॥ দুঃখাদীনাং বেগেন বিমোহিতাঃ ॥ ৯ ॥
ব্রহ্মঘ্নৈর্ব্বিহতা শ্রীর্যস্যাস্তাং। হে রাজন্ সরাম স্তেষাং শীর্ষৈর্ম্মাহিষ্মত্যাং মধ্যে মহান্তং গিরিং চক্রে ॥ ১০ ॥

ক্রমসন্দর্ভঃ।

তে দুঃখেত্যর্দ্ধকং। অত্র তদ্দুঃখেতি পাঠঃ স্বাম্যসম্মতঃ। তচ্ছব্দস্য সমস্তত্বেপ্যনুপাদানাৎ। তে সরামা জমদগ্নি পুত্রা ইতি সম্বন্ধোক্তৌচ ॥ ৯ ॥
গত্বেত্যর্দ্ধকং। ঘোরাং ভয়ানকাং স্বতঃ বিশেষতস্তদ্ব্রহ্মণ্যানাং ভয়াবহামিত্যর্থঃ ॥ ১০। ১১। ১২। ১৩। ১৪। ১৫ ॥

শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী

স্বভর্ত্তুঃ প্রাণান্ যাচ্যমানাঃ ॥ তত্তদা আর্ত্তবৎ। অন্যস্যা আর্ত্তয়া ইব তস্যা মাতুঃ স্বরং উপশ্রুত্য দদৃশে দদর্শ ॥
তে ভ্রাতরঃ বিমূর্চ্ছিতা বভূবুঃ ॥ ৮। ৯ ॥
ব্রহ্মঘ্নৈর্হেতুভির্ব্বিহতা শ্রীর্যস্যাস্তাং স রামঃ মহাগিরিং নদীং চ চক্রে ॥ ১০ ॥

আপনাদের পিতার বধ বৃত্তান্ত স্মরণ করত কুত্রাপি সুখ স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করতে সমর্থ হয় নাই। একদা পরশুরাম আশ্রম হইতে ভ্রাতৃগণের সহিত বন গমন করিলে ঐ সকল অর্জ্জুন তনয়েরা ছিদ্র পাইয়া বৈরসাধন মানসে তথায় গমন করিল ॥ ৭ ॥

এবং দেখিল অগ্নিগৃহের মধ্যে রামজনক জমদগ্নি মুনি ভগবানে চিত্ত নিবেশ করিয়া বসিয়া আছেন, এই সুযোগ প্রাপ্ত হওয়াতে সেই পাপাত্মারা তৎক্ষণাৎ ঐ মুনিকে নিহত করিল। পরশুরামের মাতা তদবলোকনে অতিশয় দীনা হইয়া পতিপ্রাণ ভিক্ষা করিতে লাগিলেন, তাহাতে সেই নিষ্ঠুর ক্ষত্রিয়াধমদের দয়া হইল না, বলে তাঁহার শিরশ্ছেদন করিয়া লইয়া গেল। রামমাতা রেণুকা দুঃখ ও শোকে আর্ত্তা হইয়া আপনিই আপনাকে আঘাত করত হা রাম, হা রাম, হা তাত, হা তাত! বলিয়া উচ্চৈঃ স্বরে চীৎকার করিতে থাকিলেন। দূর হইতে (হা রাম!) এই আর্ত্ত ধ্বনি শুনিবা মাত্র পরশুরাম ত্বরায় ভ্রাতৃগণ সহিত আশ্রমে প্রত্যাগমন করিলেন। দেখিলেন পিতা নিহত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছেন ॥৮

ইহাতে তাঁহাদের এতাদৃশ দুঃখ শোক ক্রোধ অমর্ষ এবং পীড়া জন্মিল যে ঐ সকলের আবেগে সকলেই বিমোহিত হইলেন। অনন্তর পরশুরাম হা তাত! হা সাধো! হা ধর্ম্মিষ্ঠ! আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া আপনি স্বর্গে গমন করিলেন। এবম্বিধ বিবিধ বিলাপ করিয়া পিতার মৃতদেহ ভ্রাতাদিগের নিকট রাখিলেন পরে ভয়ঙ্কর পরশ্বধ গ্রহণ করিয়া ক্ষত্রিয় বংশ ধ্বংস করিতে মনঃস্থ করিলেন ॥৯

হে রাজন্! পরশুরাম প্রথমতঃ মাহিষ্মতী পুরী গমন করিয়া তাহার মধ্যস্থলে অর্জ্জুনপুত্রদিগের মস্তক

তদ্রক্তেন নদীং ঘোরামব্রহ্মণ্যভয়াবহাং। হেতুং কৃত্বা পিতৃবধং ক্ষত্রেঽমঙ্গলকারিণি ॥ ১১ ॥
ত্রিঃসপ্তকৃত্বঃ পৃথিবীং কৃত্বা নিঃক্ষত্রিয়াং প্রভুঃ। সমন্তপঞ্চকে চক্রে শোণিতোদান্ হ্রদান্নব।
পিতুঃ কায়েন সন্ধায় শির আধায় বর্হিষি। সর্ব্বদেবময়ং দেবমাত্মানমযজন্মখৈঃ।
দদৌ প্রাচীং দিশং হোত্রে ব্রহ্মণে দক্ষিণাং দিশং। অধ্বর্য্যবে প্রতীচীং বৈ উদ্গাত্রে উত্তরাং দিশং।
অন্যেভ্যোবান্তরদিশঃ কশ্যপায়চ মধ্যতঃ। আর্য্যাবর্ত্তমুপদ্রষ্ট্রে সদস্যেভ্যস্ততঃ পরং।
ততশ্চাবভৃথস্নান বিধূতাশেষ কিল্বিষঃ। সরস্বত্যাং মহানদ্যাং রেজে ব্যব্ভ্রইবাংশুমান্ ॥ ১২ ॥
স্বদেহং জমদগ্নিস্তু লব্ধ্বা সংজ্ঞানলক্ষণং। ঋষীণাং মণ্ডলে সোঽভূৎ সপ্তমো রামপূজিতঃ ॥ ১৩ ॥

শ্রীধরস্বামী।

তেষাং রক্তেন অব্রহ্মণ্যানাং ভয়াবহাং ঘোরাং নদীঞ্চক্রে। তথাপি সর্ব্ব ক্ষত্রিয়বধে কিং কারণং তদাহ হেতুং কৃত্বেতি সার্দ্ধেন। অমঙ্গলকারিণি অন্যায়বর্ত্তিনি সতি ॥ ১১ ॥

ত্রিঃসপ্তকৃত্বো রেণুকয়া দুঃখাবেশাৎ উদরতাড়নং কৃতং। ততো রামস্তাবৎকৃত্বঃ ক্ষত্রমুৎসাদিতবানিতি প্রসিদ্ধিঃ ॥ ১২ ॥

সংজ্ঞানং স্মৃতিং তদেব লক্ষণং চিহ্নং যস্য স্বদেহং লব্ধা সপ্তর্ষীণাং মণ্ডলে সপ্তম ঋষিরভূৎ ॥ ১৩ ॥

শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী।

অমঙ্গলকারিণি অন্যায়বর্ত্তিনি সতি পিতৃবধমেব নিমিত্তীকৃত্য ত্রিঃসপ্তকৃত্ব ইতি রেণুকায়া স্তাবৎ কৃত্ব এবোরস্তাড়নাদিতি ভাবঃ ॥ ১১ ॥

অবভৃত স্নানেন বিধূতমশেষং কিল্বিষং যস্মাৎ সঃ। ইতি সরস্বত্যাএব নিরঘত্বং গঙ্গায়া ইব জাতমিতি ভাবঃ ॥ ১২ ॥

সংজ্ঞানং স্মৃতি স্তদেব লক্ষণং যস্য তাদৃশং দেহং লব্ধা ঋষীণাং মণ্ডলে কশ্যপোঽত্রির্ব্বশিষ্ঠশ্চ বিশ্বামিত্রোথ গোতমঃ। যমদগ্নি র্ভরদ্বাজ ইতি সপ্তর্ষয়ঃ স্মৃতা ইতি তত্র জমগ্নিরেব সপ্তম ঋষিরভূৎ ॥ ১৩ ॥

দ্বারা একটা সুমহৎ পর্ব্বত নির্ম্মাণ করিলেন। ঐ সকল ব্যক্তি ব্রহ্মহত্যা করাতে তাহাদের দ্বারাই পুরীর শোভা বিনষ্ট হইয়াছিল,মধ্যস্থানে মুণ্ডময় পর্ব্বত হওয়াতে সেই পুরী আরও বিশ্রী হইল ॥১০॥

সে যাহা হউক, পরশুরাম পরে তাহাদের শোণিতে একটী ভয়ানক নদী করিলেন, সেই সরিৎ ব্রহ্মদ্বেষিদিগের অত্যন্ত ভয়াবহ। তদনন্তর ক্ষত্রিয়জাতিকে অন্যায়বর্ত্তি দেখিয়া পিতৃবধ হেতু করিয়া ॥১১

একবিংশতি বার এই পৃথিবীকে নিক্ষত্রিয়া করত সমন্তপঞ্চক স্থানে নয়টী শোণিতময় হ্রদ নির্ম্মাণ করিলেন। হে মহারাজ! পরশুরাম একবিংশতিবার পৃথ্বীকে ক্ষত্রিয় শূন্যা কেন করেন কারণ শুন, তাঁহার জননী রেণুকা অর্জ্জুনতনয় দিগের দৌরাত্ম্য জন্য দুঃখাবেগে একবিংশতিবার আপনার উদরে আঘাত করিয়াছিলেন তাহাতেই পরশুরাম তাবৎ সংখ্যক বার ক্ষত্রিয় বধ করিলেন। সে যাহা হউক, তদনন্তর পরশুরাম নিহত পিতার মস্তক তদীয় দেহে সন্ধিত করিয়া কুশোপরি স্থাপন পূর্ব্বক বিবিধ যজ্ঞ দ্বারা সর্ব্বদেবময় আত্মার অর্চ্চনা করিলেন। সেই যজ্ঞে হোতাকে পূর্ব্বদিক্, ব্রহ্মাকে দক্ষিণদিক্, অধ্বর্য্যুকে পশ্চিমদিক্ এবং উদ্গাতাকে উত্তরদিক্ দক্ষিণা দিলেন। আর অবান্তরদিক্ সকল অন্যান্য ঋত্বিক্দিগকে দান করিয়া মধ্যস্থল কশ্যপকে দান করিলেন। পশ্চাৎ উপদ্রষ্টাকে আর্য্যাবর্ত্ত দেশ দক্ষিণা দিয়া তাহার পর সদস্যদিগকেও যথাযোগ্য ভূমি দক্ষিণা দিলেন। তদনন্তর মহানদী সরস্বতীতে গিয়া অবভৃথ স্নান দ্বারা অশেষ কলুষ প্রক্ষালন পূর্ব্বক নিরভ্র দিবাকরের সমান বিরাজ করিতে লাগিলেন ॥ ১২ ॥

এ দিকে জমদগ্নি রাম পূজিত হওয়াতে স্মৃতিই যাহার চিহ্ন তাদৃশ স্বীয় শরীর লাভ করিয়া সপ্তর্ষি-মণ্ডলে গমন পূর্ব্বক সপ্তম ঋষি হইলেন ॥ ১৩ ॥

জামদগ্ন্যোঽপি ভগবান্ রামঃ কমললোচনঃ। আগামিন্যন্তরে রাজন্ বর্ত্তয়িষ্যতি বৈ বৃহৎ।
আস্তে হদ্যাপি মহেন্দ্রাদ্রৌ ন্যস্তদণ্ডঃ প্রশান্তধীঃ। উপগীয়মানচরিতঃ সিদ্ধগন্ধর্ব্বচারণৈঃ ॥ ১৪ ॥
এবং ভৃগুষু বিশ্বাত্মা ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ। অবতীর্য্য পরং ভারং ভুবোঽহন্ বহুশোনৃপান্ ॥ ১৫ ॥
গাধেরভূন্মহাতেজাঃ সমিদ্ধ ইব পাবকঃ। তপসা ক্ষাত্রমুৎসৃজ্য যোলেভে ব্রহ্মবর্চ্চসং ॥ ১৬ ॥
বিশ্বামিত্রস্য চৈবাসন্ পুত্রা একশতং নৃপ। মধ্যমস্তু মধুচ্ছন্দা মধুচ্ছন্দস এব তে ॥ ১৭ ॥

শ্রীধরস্বামী।

বৃহদ্ব্রহ্ম বেদং। বেদপ্রবর্ত্তকেষু সপ্তর্ষিষু একতমো ভবিষ্যতীত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥
ভুবো ভারমহন্। ভারমেবাহ নৃপানিতি ॥ ১৫ ॥
তদেবং প্রসক্তানু প্রসক্তং সমাপ্য প্রস্তুতমাহ গাধেরিতি। মহাতেজা বিশ্বামিত্রঃ ॥ ১৬ ॥
তে সর্ব্বে লিঙ্গসমবায়ন্যায়েন প্রাণভৃত উপধাবতীতি বৎ মধুচ্ছন্দস এবোচ্যন্তে। তথাচ শ্রুতিঃ তস্য বিশ্বামিত্রস্য একং শত পুত্রা আসুঃ। পঞ্চাশদেব জ্যায়াংসোমধুচ্ছন্দসঃ পঞ্চাশৎ কনীয়াংস ইত্যাদি ॥ ১৭ ॥

ক্রমসন্দর্ভঃ

তদেবং মধ্যে মধ্যেপি নিজ নিজাভীষ্টাং ভগবদবতার কথাং গীত্বা ঝটিতি নিজাভীষ্টতম ভগবদাবির্ভাবাস্পদ যদু বংশবর্ণনায় প্রসক্ত বংশ সমাপয়িতুমাহ গাধেরিতি ॥ ১৬ ॥
একশতং একাধিক শতং টীকায়াং প্রাণভৃত ইতি তত্র প্রাণ ভৃত্যদপ্রসিদ্ধ মন্ত্রেণ সংস্কৃতৈকৈকেষ্টকা প্রাণভৃদুচ্যতে। তৎ প্রাধান্যেনান্যা অপি তথোচ্যন্ত ইতি গন্তব্যং ॥ ১৭। ১৮। ১৯। ২০। ২১। ২২। ২৩। ২৪। ২৫। ২৬ ॥

শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী।

বৃহৎ ব্রহ্ম বেদ প্রবর্ত্তকেষু সপ্তর্ষিষ্বেকতমো ভবিষ্যতীত্যর্থঃ ॥ ১৪। ১৫ ॥
প্রাসঙ্গিকীং কথাং সমাপ্য প্রস্তুতমাহ গাধেরিতি ॥ ১৬ ॥
একশতং একাধিকং শতং তথাচ শ্রুতিঃ। তস্য হ বিশ্বামিত্রস্যৈক শতং পুত্রা আসুঃ। পঞ্চাশদেব জ্যায়াংসো মধুচ্ছন্দসঃ। পঞ্চাশৎকনীয়াংশ ইতি। তে সর্ব্বে লিঙ্গসমবায় ন্যায়েন প্রাণভৃত উপদধাতীতিবন্মধুচ্ছন্দস এবোচ্যন্তে। ইষ্টকাচয়নে যাগে প্রাণভৃৎ প্রসিদ্ধ মন্ত্রেণ সংস্কৃতা একেবেষ্টকা প্রাণভৃদুচ্যতে তত্র পুনস্তৎ প্রাধন্যেনান্যাপি ইষ্টকা যথা প্রাণভৃত উচ্যন্তে তথৈবেত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

হে রাজন্! কমললোচন ভগবান্ জামদগ্ন্য রামও আগামী মন্বন্তরে বেদ প্রবর্ত্ত করিবেন অর্থাৎ তিনিও বেদ প্রবর্ত্তক সপ্তর্ষি মধ্যে একজন হইবেন। তিনি ন্যস্তদণ্ড এবং প্রশান্ত চিত্ত হইয়া অদ্যাপি মহেন্দ্র পর্ব্বতে বর্ত্তমান আছেন। সিদ্ধচারণ ও গন্ধর্ব্বগণ সতত তাঁহার বিচিত্র চরিত্র গান করিতেছে ॥ ১৪

হে রাজন্! এই প্রকারে ভগবান্ বিশ্বাত্মা ঈশ্বর হরি ভৃগুকুলে অবতীর্ণ হইয়া বহুবার ক্ষত্রিয় বধ করিয়া ভূমির পরম ভার হরণ করেন ॥ ১৫ ॥

এক্ষণে প্রস্তুত বিষয় বর্ণন করি শ্রবণ কর। গাধি হইতে জ্বলন্ত অনলের তুল্য মহাতেজস্বি বিশ্বামিত্রের উৎপত্তি হয়। রাজন্! তিনিই তপঃ প্রভাবে ক্ষত্রিয়ত্ব পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মত্ব লাভ করিয়াছিলেন ॥ ১৬ ॥

এই বিশ্বামিত্রের একশত পুত্র হয়, তন্মধ্যে যদিও কেবল মধ্যমের নাম মধুচ্ছন্দঃ তথাচ সকল পুত্রই মধুচ্ছন্দস্ বলিয়া উক্ত হইতেন ॥ ১৭ ॥

পুত্রং কৃত্বা শুনঃশেফং দেবরাতঞ্চ ভার্গবং । আজীগর্ত্তং সুতানাহ জ্যেষ্ঠ এষ প্রকল্প্যতাং ॥ ১৮ ॥
যোবৈ হরিশ্চন্দ্রমখে বিক্রীতঃ পুরুষঃ পশুঃ । স্তুত্বা দেবান্ প্রজেশাদীন্ মুমুচে পাশবন্ধনাৎ ॥১৯
যোরাতো দেবযজনে দেবৈর্গাধিষু তাপসঃ । দেবরাত ইতি খ্যাতঃ শুনঃশেফস্তু ভার্গবঃ ॥ ২০ ॥
যে মধুচ্ছন্দসো জ্যেষ্ঠাঃ কুশলং মেনিরে ন তৎ । অশপত্তান্মুনিঃ ক্রুদ্ধো ম্লেচ্ছা ভবত দুর্জ্জনাঃ ॥২১
সহোবাচ মধুচ্ছন্দাঃ সার্দ্ধং পঞ্চাশতা ততঃ । যন্নো ভবান্ সংজানীতে তস্মিংস্তিষ্ঠামহে বয়ং ॥২২

শ্রীধরস্বামী ।

তত্রচ বিশ্বামিত্রপুত্রেষু ভার্গবস্যাজীগর্ত্তস্য দেবরাতস্য জ্যেষ্ঠত্বমবগম্যতে। তথা আশ্বলায়ন বৌধায়নাদিভিঃ কৌশিকানাং দেবরাতপ্রবরত্বমুক্তং। প্রবরশ্চ তস্মিন্নেব বংশেঽবান্তরভেদঃ নতু বংশান্তরং। তথাচ স্মৃতিঃ এক এব ঋষির্যাবৎ প্রবরেষ্বনুবর্ত্ততে। তাবৎ সমানগোত্রত্বং বিনা ভৃগ্বঙ্গিরোগণাদিতি। তৎকুতো ভৃগুবংশভবস্য দেবরাতস্য কৌশিকপ্রবরত্বমিত্যাশঙ্ক্য তদুপপাদয়ন্নাহ পুত্রং কৃত্বেত্যাদি যাবৎ সমাপ্তি পূর্ব্বমজীগর্ত্তসুতত্বে মধ্যমত্বেন পিতৃভ্যাং মমতাং বিহায় বিক্রীতত্বাৎ। তস্য কৃপয়া সুতানাহ জ্যৈষ্ঠ এষ প্রকল্প্যতামিতি ॥ ১৮ ॥

এতদেব স্পষ্টয়িতুং বিশিনষ্টি য ইতি দ্বাভ্যাং। মুমুচে অমুচ্যত ॥ ১৯ ॥

ভার্গবোঽপি গাধিষু গাধের্ব্বংশেষু দেবরাত ইতিখ্যাতঃ ॥ ২০ ॥

তত্তস্য জ্যেষ্ঠত্বং কুশলং ন মেনিরে মধ্যমত্বস্যানর্থাবহত্বং দৃষ্ট্বা নাঙ্গীকৃতবন্তঃ মুনির্ব্বিশ্বামিত্রঃ ॥ ২১ ॥

পঞ্চাশতা কনিষ্ঠৈঃ সাকং মধ্যমোমধুচ্ছন্দা উবাচ। নোঽস্মাকং যৎ জ্যেষ্ঠত্বং কনিষ্ঠত্বং বা ভবান্ পিতা সংজানীতে মন্যতে

শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী ।

সচ বিশ্বামিত্রঃ ভার্গবং ভৃগুবংশোদ্ভবং অজীগর্ত্তসুতং শুনঃশেফং কৃপয়ৈব পুত্রং কৃত্বা সুতানৌরসান্ প্রত্যাহ জ্যেষ্ঠ ইত্যাদি ॥ ১৮ ॥

ননু শুনঃশেফ এব কস্তত্রাহ য ইতি হরিশ্চন্দ্রস্য মখে পুত্রমেধে কর্ত্তব্যো পুত্রেণ রোহিতেনৈব যঃ পুরুষঃ পশুরানীতঃ কনিষ্ঠ জ্যেষ্ঠয়োঃ স্নেহবত্ত্বাৎ শুনঃশেফ নামা মধ্যমঃ পুত্রোবিক্রীতঃ সচ প্রজেশাদীন্ দেবান্ স্তুত্বা পশুপাশবন্ধনাৎ মুমুচে মুক্তঃ ॥ ১৯ ॥

অতো ভার্গবোপি বিশ্বামিত্র কৃপাপাত্রী ভবন্ গাধিষু গাধের্ব্বংশেষু দেবরাত ইতিখ্যাত স্তাপসোঽভূৎ ॥ ২০ ॥

যে জ্যেষ্ঠাঃ পঞ্চাশৎ তৎ শুনঃশেফস্য জ্যেষ্ঠত্বং কুশলং ভদ্রং ন মেনিরে মুনির্বিশ্বামিত্রঃ ॥ ২১ ॥

পঞ্চাশতা কনিষ্ঠৈঃ সাকং স মধ্যমো মধুচ্ছন্দাঃ স্পষ্টমুবাচ নোঽস্মাকং পিতা ভবান্ যৎ জ্যেষ্ঠত্বং কনিষ্ঠত্বং বা সংজানীতে

মহাতপাঃ বিশ্বামিত্র অজীগর্ত্ত তনয় শুনঃশেফকে ভৃগুবংশীয় দেবরাত নামক পুত্র করিয়া আপনার অন্যান্য সন্তানদিগকে বলিয়াছিলেন তোমরা ইহাকে জ্যেষ্ঠ বলিয়া মান্য কর ॥ ১৮ ॥

হে রাজন্ ! ঐ শুনঃশেফের পিতা, অজীগর্ত্ত হরিশ্চন্দ্র রাজার যজ্ঞে পশ্বর্থ ঐ পুত্রকে মধ্যম বলিয়া মমতা ত্যাগ পূর্ব্বক বিক্রয় করিয়াছিল, কিন্তু ঐ পুরুষ পশু ( শুনঃশেফ ) প্রজেশাদি দেবগণের স্তব করিয়া পাশবন্ধন হইতে মুক্ত হয় ॥ ১৯ ॥

সে দেবযজনে রাত ( প্রদত্ত ) হওয়াতে গাধিবংশে দেবরাত বলিয়া খ্যাত হইল। পরন্তু ভৃগুবংশে তাহার নাম শুনঃশেফ ॥ ২০ ॥

সে যাহা হউক, বিশ্বামিত্রের মধুচ্ছন্দ নামা যে সকল জ্যেষ্ঠ সন্তান ছিল, তাহারা শুনঃশেফকে জ্যেষ্ঠ বলিয়া কল্পনা করণে আপনাদের অকুশল জ্ঞান করিল, অতএব মুনি ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাদিগকে এই অভিশাপ দিলেন, তোরা অতি দুর্জ্জন, অদ্যাবধি ম্লেচ্ছ হইবি ॥ ২১ ॥

তদনন্তর মধ্যম পুত্র মধুচ্ছন্দ পঞ্চাশৎ কনিষ্ঠের সহিত জনক সন্নিধানে গমন করিয়া বলিলেন

জ্যেষ্ঠং মন্ত্রদৃশং চক্রুস্ত্বামন্বঞ্চো বয়ং স্মহি ॥ ২৩ ॥
বিশ্বামিত্রঃ সুতানাহ বীরবন্তো ভবিষ্যথ। যে মানং মেঽনুগৃহ্লন্তো বীরবন্তমকর্ত্তমাং ॥ ২৪ ॥
এষ বঃ কুশিকা বীরো দেবরাতস্তমন্বিতঃ। অন্যে চাষ্টক হারীত জয় ক্রতুমদাদয়ঃ ॥ ২৫ ॥
এবং কৌশিকগোত্রন্তু বিশ্বামিত্রৈঃ পৃথগ্বিধং। প্রবরান্তরমাপন্নং তদ্ধিচৈবং প্রকল্পিতং ॥ ২৬ ॥

শ্রীধরস্বামী।

তস্মিন্ বয়ং তিষ্ঠামেতি ॥ ২২ ॥

এবমুক্ত্বা মন্ত্রদৃশং কস্ত নূনং কতমস্যামৃতানামিত্যাদি মন্ত্রাণাং দ্রষ্টারং শুনঃশেফং জ্যেষ্ঠং চক্রুঃ। কথং চক্রুঃ তদাহ বয়ং সর্ব্বে ত্বামন্বঞ্চঃ স্মহি অনুগন্তারঃ কনিষ্ঠাঃ স্ম ইত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥

ততঃ প্রসন্নো বিশ্বামিত্র স্তান্ সুতানাহ বীরবন্তং পুত্রবন্তো ভবিষ্যথ। যে যূয়ং মে মানং পূজ্যত্বং অনুগৃহ্লন্তঃ অনুবর্ত্তমানাঃ সন্তঃ মাং বীরবন্তং পুত্রবন্তমকর্ত্ত কৃতবন্ত ইত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥

হে কুশিকাঃ এষ দেবরাতঃ বো যুষ্মদীয়ঃ কৌশিক এব যতোবীরঃ মৎপুত্রঃ তমেনমন্বিত অনুগচ্ছত। অন্যে চাষ্টকাদয় স্তস্য সুতা আসন্ ॥ ২৫ ॥

উপসংহরতি এবমিতি। একে শপ্তাঃ একেঽনুগৃহীতাঃ অন্যস্ত পুত্রত্বেন স্বীকৃত ইত্যেবং কৌশিকগোত্রং পৃথগ্বিধং নানা

শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী।

মন্যতে। তস্মিন্নেব বয়ং তিষ্ঠামেতি ॥ ২২ ॥

ততশ্চ শুনঃশেফং জ্যেষ্ঠং চক্রুঃ মন্ত্রদৃশং। কস্ত নূনং কতমস্যামৃতানামিত্যাদি মন্ত্রাণাং দ্রষ্টারং। তদাহ বয়ং সর্ব্বে ত্বামন্বঞ্চঃ অনুগন্তারঃ কনিষ্ঠাঃ স্ম ইত্যুচুরিত্যর্থঃ। ততঃ প্রসন্নো বিশ্বামিত্র স্তান্ সুতানাহ উবাচ। বীরবন্তঃ পুত্রবন্তো ভবিষ্যথ যে যূয়ং মে মানং পূজ্যত্বং অনুমদাজ্ঞানন্তরং গৃহ্লন্তঃ অঙ্গীকুর্ব্বন্তঃ সন্তঃ মাং বীরবন্তং অকর্ত্ত কৃতবন্তঃ অন্যথা যুষ্মাস্বপি মচ্ছাপাৎ ম্লেচ্ছীভূতেষু অপুত্রক এবাভবিষ্যমিতি ভাবঃ ॥ ২৩ ॥

হে কুশিকা বো যুষ্মদীয়ঃ কৌশিকএব যতঃ। বীরঃ সৎপুত্রঃ। তমেন মন্বিত অনুগচ্ছত। অন্যেচাষ্টকাদয় স্তস্য সুতা আসন্ ॥ ২৪। ২৫ ॥

উপসংহরতি এবমিতি। একে শপ্তা একেঽনুগৃহীতাঃ অন্যাস্ত পুত্রত্বেন গৃহীতঃ। ইত্যেবং কৌশিক গোত্রং বিশ্বামিত্রৈঃ বিশ্বা-

আপনি আমাদের পিতা, আমাদের জ্যেষ্ঠত্ব অথবা কনিষ্ঠত্ব যাহা অনুমতি করেন আমরা তাহাই স্বীকার করিব ॥ ২২ ॥

ইহা বলিয়া মন্ত্র দর্শি শুনঃশেফকে আপনাদের জ্যেষ্ঠ করিলেন এবং সকলে একবাক্য হইয়া বলিলেন আমরা সকলেই তোমার অনুগামী অর্থাৎ কনিষ্ঠ হইলাম ॥ ২৩ ॥

এতৎশ্রবণে বিশ্বামিত্র প্রসন্ন হইয়া ঐ পুত্রদিগকে কহিলেন হে বৎসগণ! তোমরা আমার পূজ্যত্বের অনুবর্ত্তী হইয়া আমাকে পুত্রবন্ত করিলে, ইহাতে আমার যৎপরোনাস্তি প্রীতি জন্মিল, সন্তুষ্ট হইয়া এই বর দিতেছি তোমরা পুত্রবন্ত হইবে ॥ ২৪ ॥

হে কুশিকগণ! এই দেবরাত তোমাদের কৌশিক গোত্রই, যে হেতু ইনি আমার পুত্র হইয়াছেন, অতএব তোমরা ইহাঁর অনুগত হও। হে রাজন্! বিশ্বামিত্রের তদ্ভিন্ন অষ্টক, হারীত, জয়, ক্রতুমান্ প্রভৃতি অন্য অনেক সন্তান ছিল ॥ ২৫ ॥

এই প্রকারে অনুগৃহীত অপর এক ব্যক্তি পুত্রত্বরূপে স্বীকৃত হওয়াতে বিশ্বামিত্রের পুত্র দ্বারা কৌশিকগোত্র নানা প্রকার হয় অর্থাৎ কতকগুলি অভিশপ্ত এবং কতকগুলি প্রবরান্তর প্রাপ্ত হয়।

॥ * ॥ ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং নবমস্কন্ধে শ্রীপরশুরাম চরিতং ষোড়শোঽধ্যায়ঃ ॥ * ॥ ১৬ ॥ * ॥

শ্রীবাদরায়ণিরুবাচ ॥

যঃ পুরূরবসঃ পুত্র আয়ুস্তস্যাভবন্ সুতাঃ। নহুষঃ ক্ষত্রবৃদ্ধশ্চ রজী রাভশ্চ বীর্য্যবান্ ॥ ১ ॥

অনেনা ইতি রাজেন্দ্র শৃণু ক্ষত্রবৃধোন্বয়ং। ক্ষত্রবৃদ্ধসুতস্যাসন্ সুহোত্রস্যাত্মজাস্ত্রয়ঃ।

কাশ্যঃ কুশোগৃৎসমদ ইতি গৃৎসমদাদভূৎ। শুনকঃ শৌনকো যস্য বহ্বৃচপ্রবরোমুনিঃ ॥ ২ ॥

---

শ্রীধরস্বামী।

প্রকারং জাতং তচ্চ প্রবরান্তরমাপন্নং প্রাপ্তং হি যস্মাদেবং দেবরাতজ্যেষ্ঠত্বেন তৎ কল্পিতং ॥ ২৬ ॥

॥ * ॥ ইতি নবমে ষোড়শঃ ॥ * ॥

আয়োঃ সপ্তদশে তৈল জ্যেষ্ঠপুত্রস্য পঞ্চসু। সুতেষু ক্ষত্রবৃদ্ধাদি চতুর্ণাং বংশ বর্ণনং ॥ ০ ॥

ইহ শ্রীকৃষ্ণাবতারপ্রস্তাবায় বংশানুবর্ণনমন্নাদিক্রমেণ প্রক্রান্তমিতি। যস্য বংশে শ্রীকৃষ্ণাবতারঃ তস্য বংশোতিবিস্তৃতত্বাদন্তে নিরূপ্যতে। অতঃ পুরূরবস পুত্রাণাং পঞ্চানাং কনিষ্ঠানাং বংশমুক্ত্বা ইদানীং প্রথমস্য বংশমাহ য ইতি। এবং নহুষ যযাতি যদু প্রভৃতিষ্বপি দ্রষ্টব্যং ॥ ১ ॥

ক্ষত্রবৃধঃ ক্ষত্রবৃদ্ধস্য ॥ ২ ॥

---

ক্রমসন্দর্ভঃ।

॥ * ॥ ইতি শ্রীমদ্ভাগবত নবমস্কন্ধে শ্রীজীবগোস্বামিকৃত ক্রমসন্দর্ভে ষোড়শোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥ * ॥

---

শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী।

মিত্রেণ হেতুনা পৃথগ্বিধং নানা প্রকারং জাতং তচ্চ প্রবরান্তরমাপন্নং হি যস্মাদেবং দেবরাতজ্যেষ্ঠত্বেন তৎ দেবরাত প্রবরং প্রকল্পিতং ॥ ২৬ ॥

॥ * ॥ ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাং। নবমে ষোড়শোঽধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাং ॥ * ॥

আয়োরৈলসুতস্যাত্র প্রোক্তাঃ সপ্তদশে সুতাঃ। ক্ষত্র বৃদ্ধাদয়ঃ খ্যাতা অলর্কাদ্যা যদন্বয়ে ॥ ০ ॥

ক্ষত্রবৃধঃ ক্ষত্রবৃদ্ধস্য ॥ ১। ২ ॥

---

ফলতঃ দেবরাতের জ্যেষ্ঠ বলিয়া কল্পিত হওয়াই ঐ ঘটনার বীজ ॥ ২৬ ॥

॥ * ॥ ইতি নবমে ষোড়শ ॥ * ॥

সপ্তদশ অধ্যায়ে আয়ুর পঞ্চপুত্র মধ্যে ক্ষত্রবৃদ্ধাদি চারি জনের বংশ বিবরণ ॥ ০ ॥

শুকদেব কহিলেন হে রাজন্! এ স্থানে শ্রীকৃষ্ণাবতার প্রস্তাবার্থ সংক্ষেপে বংশানুবর্ণন হইতেছে, যাঁহার বংশে ভগবান্ অবতীর্ণ হইবেন তাঁহার বংশ শেষে বিস্তারিত রূপে বর্ণিত হইবে। অতএব পুরূরবার পঞ্চপুত্র মধ্যে কনিষ্ঠদিগের বংশ বর্ণন করিয়া সম্প্রতি জ্যেষ্ঠের বংশ বর্ণিত হইতেছে। হে রাজেন্দ্র! পুরূরবার আয়ু নামে যে পুত্র হইয়াছিল, তাহার পাঁচটী সন্তান হয়—নহুষ, ক্ষত্রবৃদ্ধ, রজি, রাভ ॥ ১ ॥

এবং অনেনাঃ। তাহাদের মধ্যে ক্ষত্রবৃদ্ধের বংশ বৃত্তান্ত সম্প্রতি বলি শ্রবণ কর। ক্ষত্রবৃদ্ধের পুত্র সুহোত্র তাহার তিনটী সন্তান হইয়া ছিল, কাশ্য, কুশ এবং গৃৎসমদ। তন্মধ্যে গৃৎসমদ হইতে শুনক জন্ম গ্রহণ করেন, তাহার তনয় শৌনক, যিনি বহ্বৃচ প্রবরীয় ঋষি হয়েন ॥ ২ ॥